দৈনিক সংগ্রাম

তারিখ ঃ ০৩/০১/২০২৬ (পৃষ্ঠা ঃ ০৭)

কৃষকের ভরসা ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)'র স্যাটেলাইট স্টেশন

হাটহাজারী চট্টগ্রাম সংবাদদাতা : বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার কথা বললেই সবার আগে যে শব্দটি উঠে আসে, তা হলো-ধান। ভাতনির্ভর এ দেশের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে ধান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিজমি হ্রাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও উৎপাদন ব্যয়ের চাপের কারণে ধান চাষ এখন আর সহজ নয়। এই কঠিন বাস্তবতায় কৃষকের ভরসার নাম বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং এর উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতসমূহের উদ্ভাবন। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কৃষকদের জন্য সেই ভরসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ব্রি-র 'নতুন ছয়টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন' শীর্ষক (এলএসটিডি) প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ব্রি স্যাটেলাইট স্টেশন, চট্টগ্রাম।

ব্রি-র ধারাবাহিক গবেষণা ও উদ্ভাবনই আজ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার শক্ত ভিত গড়ে তুলেছে। আর গবেষণা ও নতুন নতুন ধানের জাত/প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ এবং ধানের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে ব্রি-র পূর্বের ১১ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে "এলএসটিডি" প্রকল্পের আরোও ৬ টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৬ টি স্যাটেলাইট স্টেশন যার মাধ্যমে স্থানভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে গবেষণার সুফল সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে কৃষকের হাতে।

এলএসটিডি প্রকল্পের আওতায় গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য স্যাটেলাইট স্টেশনগুলোর একটি হলো ব্রি স্যাটেলাইট স্টেশন, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। ব্রি স্যাটেলাইট স্টেশন, চট্টগ্রাম স্থাপনের মাধ্যমে চট্টগ্রামে আধুনিক কৃষি গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এই স্যাটেলাইট স্টেশনটি চট্টগ্রাম জেলার মোট ১৫টি উপজেলায় ধানভিত্তিক গবেষণা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্টেশনটির মূল লক্ষ্য হলো চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য উপযোগী ধান উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। এছাড়া এ স্টেশনটি যে ম্যান্ডেট নিয়ে কাজ করে তা হলো- ১। অনুকূল পরিবেশ উপযোগী ও চিকন ধানের জাত পরীক্ষণ ও চাষাবাদের আধুনিক কলাকৌশল সম্প্রসারণ, ২। ধানের সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ ধানের ব্লাস্ট, টুংরো, পাতাপোড়া, খোলপোড়া দমনে/প্রতিরোধে প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন ও কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ, ৩। ধানের মাজরা, বাদামী গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িংসহ অন্যান্য ক্ষতিকর পোকা দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন ও কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ, ৪। বোরো মওসুমে লবনাক্ততা সহনশীল ধানের জাতের উপযোগিতা যাচাই ও সম্প্রসারণ, ৫। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসের মাধ্যমে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন ও উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত ও প্রযুক্তির কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ, ৬। ধান চাষে কৃষি যান্ত্রিকীকরনের উপযোগিতা পরীক্ষণ, মূল্যায়ন ও কৃষকদের অংশগ্রহন, ৭। ব্রি-র বিভিন্ন গবেষণা বিভাগের আঞ্চলিক গবেষণা কার্যক্রম যেমন, ধানের জাত, শস্য বিন্যাস, সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, ধান চাষাবাদ বিভিন্ন প্রযুক্তির এবং খামার যন্ত্রপাতির স্থানীয় অভিযোজন, বাস্তবায়নে কারিগরি ও অন্যান্য বিবিধ সহায়তা প্রদান করা।

ব্রি স্যাটেলাইট স্টেশন, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রামের প্রকল্পের শুরু (জুলাই ২০২৩) থেকে আজ পর্যন্ত চট্টগ্রামের ১৫ টি উপজেলায় ধানের বাম্পার ফলন নিশ্চিত করতে আউশ মওসুমে ব্রি ধান৯৮ এর ২০ টি, আমন মওসুমে ব্রি ধান৯৫, ব্রি ধান১০৩ এর মোট ১২০টি এবং বোরো মওসুমে ব্রি ধান১০২, ব্রি ধান১০৭ ও ব্রি ধান১০৮ এর মোট ৯৫ টি সর্বমোট ২৩৫ টি এক একরের কৃষক পর্যায়ে প্রায়োগিক পরীক্ষণ ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। এসব ট্রায়ালে থেকে প্রায় ৫৭০ টন ধান উৎপাদন হয় এবং প্রায় ৫০ টনের উপর বীজ ধান কৃষক পর্যায়ে সংরক্ষণ করে তা বিতরণ করা হয় যা চট্টগ্রাম অঞ্চলের জাত জনপ্রিয়করণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

দৈনিক সংগ্রাম

তারিখ ঃ ০২/০১/২০২৬ (পৃষ্ঠাঃ০৮)

সুনামগঞ্জে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি যান্ত্রিকিকরণে ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

শান্তিগঞ্জ সংবাদদাতা: এলএসটিডি প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয়, সুনামগঞ্জের তত্ত্বাবধানে শান্তিগঞ্জ উপজেলার উজানগাঁও গ্রামে "কৃষি প্রযুক্তি গ্রামে" চলতি বোরো ২০২৫-২৬ মৌসুমে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রয়োগমুখী পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষি উৎপাদনে সময় ও শ্রম সাশ্রয়ের মাধ্যমে ধান উৎপাদনকে আরো লাভজনক করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত মঙ্গলবার "যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপণ" কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মোঃ রেজওয়ান ভূইয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অত্র কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বদরুন নেছা, এলএসটিডি প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক সহকারী তৌকির আহমেদ রনি, অনিয়মিত শ্রমিম মোঃ তোফায়েল আহম্মেদ, অত্র উজানিগাওের জয়কলস ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ মাসুদ মিয়া সহ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান আবাদে আগ্রহী অসংখ্য কৃষক ও কৃষানী। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গত ৩০/১১/২০২৫ ইং ব্রি উদ্ভাবিত বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে ট্রেতে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা হয় এবং স্থানীয়দের উপস্থিতিতে প্রায় ০৫ একর (১৫ বিঘা) জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে জমিতে ধান রোপনের কাজ সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়। উদ্বোধন পরবর্তী বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মোঃ রেজওয়ান বর্তমান সময়ে কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতায় প্লাস্টিক ট্রেতে চারা উৎপাদন ও রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধান আবাদ পরিবর্তিত কৃষি আবহাওয়া ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। কৃষি সংশ্লিষ্টদের মতে, এ ধরনের কৃষিবান্ধব কার্যক্রম সুনামগঞ্জ অঞ্চলের কৃষকদের জন্য সময়, শ্রম ও উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়ের পাশাপাশি অধিক ফলন অর্জনে সহায়ক হবে। এই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে হাওর এলাকার কৃষকেরা ধীরে ধীরে টেকসই ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবেন বলে কৃষি সংশ্লিষ্টরা অভিমত প্রকাশ করেন।